সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ২০.৮৭ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২১.৩৭ শতাংশ। জিডিপিতে কৃষি খাতের সরাসরি অবদান সামান্য হ্রাস পেলেও সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের পরোক্ষ অবদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারী ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান রয়েছে। এছাড়া, দেশের মোট শ্রমশক্তির মোট ৪৮.১ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০৫-০৬, বিবিএস)। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে গত ২০০৬-০৭ অর্থবছরে দেশ ৮৩২.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ আয় মোট রপ্তানি আয়ের ৬.৮৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ'০৮) কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৭৬২.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ৭.৫১ শতাংশ। কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন, হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ছাড়াও সরকার অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রদক্ষেপ নিয়েছে।

চলতি অর্থবছরের জিডিপি'তে সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৬.২৩ শতাংশ এবং মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ৪.৬৪ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতদ্বয়ের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.৬৪ শতাংশ এবং ৪.৭৩ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের তিনটি উপখাত শস্য ও শাকসব্জি, পশু সম্পদ এবং বনজ সম্পদের অবদান হচ্ছে যথাক্রমে ১১.৭০ শতাংশ, ২.৭৯ শতাংশ ও ১.৭৫ শতাংশ।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষির ওপর স্থাপিত হওয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কৃষি খাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির এই গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। দেশে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার উপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ; কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণ; কৃষিখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি এবং গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল থেকে মঙ্গা নিরসনকল্পে সরকার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মঙ্গা দূরীকরণে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই অঞ্চল থেকে মঙ্গা দূরীকরণে উন্নত জাতের শস্য উৎপাদনে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সস্টিটিউট বিআর-৩৩ জাতের ধান আবিস্কার করেছে, ঐ জাতের ধান ১১০-১১৫ দিনের মধ্যে উৎপাদন করা সম্ভব। বিআর-৩৩ মঙ্গা ভ্যারাইটি হিসেবে ইতোমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদন ২০০৮-২০১০ সালের মধ্যে শতকরা ৮.৫৫-২৫.০০ ভাগ বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯ এর আলোকে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় কৃষিনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য একটি একশন প্ল্যান প্রণয়ণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা জাতীয় কৃষিনীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও কৃষি প্রবৃদ্ধির কাম্য হার দ্রুত অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিবর্তিত

প্রেক্ষাপটের আলোকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষিকে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি নতুন জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নাধীন রয়েছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে এবং সে সাথে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে সংযোগ নিবিড় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া মৃত্তিকা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ, সেচের পানির উপযোগিতা বাড়ানো, ভূমির অপব্যবহার ও ফসলের পুষ্টি ঘাটতি রোধকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। NARSভুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সময়পোযোগী করার লক্ষ্যে 'এণ্ডাওমেন্ট ফাণ্ড' গঠন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ২৮৯.৪২ লাখ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ১৫.১২ লাখ মেট্রিক টন, আমন ১০৮.৪১ লাখ মেট্রিক টন, বোরো ১৪৯.৬৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ৭.২৫ লাখ মেট্রিক টন। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৩৬.৩২ লাখ মেট্রিক টন (আউশ ২২.১৫ লাখ মেট্রিক টন, আমন ১৩০.৪৫ লাখ মেট্রিক টন, বোরো ১৭৫.৩২ লাখ মেট্রিক টন ও গম ৮.৪০ লাখ মেট্রিক টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী আউশ উৎপাদন হয়েছে ১৫.০৬ লাখ মেট্রিক টন। আমন ফসলের উৎপাদনের হিসাব এখনও বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়নি। তবে বিবিএস-এর প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী আমন ফসলের উৎপাদন ৯৬.৬২ লাখ মেট্রিক টন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বোরোর উৎপাদনের প্রকৃত হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি; তবে উৎপাদন ১৭৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উপনীত হবে বলে আশা করা হয়েছে। এ বছর গমের ফলন ৮.২৭ লাখ মেট্রিক টন হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। এছাড়া, গোল আলু উৎপাদন প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে গোল আলুর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোট ৩২.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫১.৬৭ লক্ষ মেট্রিন টন এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টনকে ছাড়িয়ে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ লক্ষ মেট্রিক টনে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য শস্যের বিশেষ করে ধানের উৎপাদনে মন্দা পরিস্থিতি এবং খাদ্য তালিকায় গোল আলুর গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতিসংঘ ২০০৮ সালকে 'আন্তর্জাতিক আলু বর্ষ' ঘোষণা করেছে। এছাড়া, বিবিএস কর্তৃক চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পাটের উৎপাদন দাঁড়ায় ৪৬.২২ লক্ষ বেল, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছিল ৪৮.৮৪ লক্ষ বেল। সারণি ৭.১ -এ ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)
আউশ	১৮.০৮	১৮.৫১	১৮.৩২	১৫.০০	১৭.৪৫	১৫.১২	১৫.০৬*
আমন	১০৭.২৬	১১১.১৫	১১৫.২১	৯৮.২০	১০৮.১০	১০৮.৪১	৯৬.৬২
বোরো	১২৭.৬৬	১২২.২২	১২৮.৩৭	১৩৮.৩৭	১৩৯.৭৫	১৪৯.৬৫	১৭৮.০০
মোট চাল	২৪৩.০০	২৫১.৮৮	২৬১.৯০	২৫১.৫৭	২৬৫.৫৩	২৭৩.১৮	২৮৯.৬৪
গম	১৬.০৬	১৫.০৭	১২.৫৩	৯.৭৬	৭.৩৫	৭.২৫	৮.২৭
ভুট্টা	১.৫২	১.৭৫	২.৪১	৩.৫৬	৫.২২	৮.৯৯	৯.৯৪
মোট	২৬০.৫৮	২৬৮.৭০	২৭৬.৪৩	২৬৪.৮৯	২৭৭.৮৭	২৮৯.৪২	৩০৭.৮৯

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * প্রকৃত উৎপাদন।

বন্যায় খাদ্যশস্যের ক্ষয়ক্ষতি

২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ফসল আবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গত বছরের বোরো ফসলের চিটার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে ২.৫৪ কোটি টাকা, দু'দফা বন্যা পরবর্তী ১০৬.৪৮ কোটি টাকা এবং

ঘূর্ণিঝড় সিডর এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে দু'দফায় ৩৬.২৮ কোটি টাকা ও ২২.৬৮ কোটি টাকা কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বন্যায় খাদ্যশস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সারণি ৭.২-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.২ ঃ বন্যায় খাদ্যশস্যের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ (২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত)

(লক্ষ হেক্টরে)

ফসলের নাম	ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ	ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ	ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ
	২০০৫	২০০৬	২০০৭
আউশ	০	-	০.৬৭৫৪৯
বোনা আমন	০	০.৫০	১.৮৩৭৭১
রোপা আমন	১.২৭২৬২	০.৭৬	৮.৫৭২৫৫
রোপা আমন বীজতলা	০	-	০.৩৫৬২৬
বোরো	০	-	০.৪৪৯৯৬
বোরো বীজতলা	০	-	০
মোট (ধান)	১.২৭২৬২	১.২৬	১১.৮৯১৯৭
পাট, শাকসব্জি ও অন্যান্য	০.১১৪৬	-	২.৫৮৩৯৪
সর্বমোট	১.৩৮৭২২	১.২৬	১৪.৪৭৫৯১

উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

খাদ্য বাজেট

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সরকারি বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩.০০ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১২.০০ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১.০০ লাখ মেট্রিক টন)। ৫০ হাজার টন গম সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে গত ১ এপ্রিল'০৮ থেকে সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা অব্যাহতভাবে ৩০ জুন'০৮ পর্যন্ত চলবে; চলতি বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম ১৬ এপ্রিল'০৮ থেকে ৩১ আগষ্ট'০৮ পর্যন্ত চলবে। বোরো ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কেজি প্রতি যথাক্রমে ১৮ টাকা ও ২৮ টাকা।

সরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাজেটে সরকারি অর্থায়নে খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৮.০০ লাখ মেট্রিক টন (চাল ৪.৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ৩.৫ লাখ মেট্রিক টন)। চলতি অর্থবছরের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.১০ লাখ মেট্রিক টন (৪.৭৮ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ২.৩২ লাখ মেট্রিক টন গম)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাজেটে খাদ্য সাহায্য হিসেবে ২.১৭ লাখ মেট্রিক টন (চাল ০.৬৫ লাখ টন ও গম ১.৫২ লাখ টন) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ জুলাই'০৭- ১৫ এপ্রিল'০৮ সময়কালে খাদ্য সাহায্য হিসেবে আমদানির পরিমাণ ২.০৪ লাখ মেট্রিক টন (চাল ০.৬৯ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন)। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সরকারি খাতে মোট খাদশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২.১১ লাখ মেট্রিক টন (চাল ০.২৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১.৮৬ লাখ মেট্রিক টন)।

বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানি

২০০৬-০৭ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মোট খাদশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২২.০৯ লাখ মেট্রিক টন (চাল ৬.৯৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১৫.১৪ লাখ মেট্রিক টন)। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫.১৩ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১৪.৭৭ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১০.৩৬ লাখ মেট্রিক টন)।

সার্বিক খাদ্যশস্য আমদানি

২০০৬-০৭ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২৪.২০ লাখ মেট্রিক টন (চাল ৭.২০ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১৭ লাখ মেট্রিক টন)। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২.২৩ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১৯.৫৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১২.৬৮ লাখ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা ২১.৯৮ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১৮.১৯ লাখ মেট্রিক টন ও গম ৩.৭৯ লাখ মেট্রিক টন) নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে, ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত খাদ্যশস্যের প্রকৃত বিতরনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০.৫৪ লাখ মেট্রিক টন (চাল ৮.৭৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১.৭৯ লাখ মেট্রিক টন)।

বীজ ও রোপন দ্রব্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ২৩টি বীজবর্ধন খামার ও ১৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের শস্যবীজ উৎপাদন করছে। এ ছাড়া বিএডিসি ১টি খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে আলুবীজ, ২টি খামারের চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে পাটবীজ, ৩টি খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে ডাল ও তৈলবীজ এবং অন্যান্য খামারের মাধ্যমে সব্জিবীজ উৎপাদন করছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.৩ -এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৩ঃ বীজবর্ধন খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০০৬-০৭		২০০৭-০৮ অর্থবছরের উৎপাদন		২০০৭-০৮ অর্থবছরের বিতরণ	
	উৎপাদন	বিতরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*
ধানবীজ	৪৭৩৫৮	৩৯১১৮	৫৫৭৯৫	১৬৬১০ (আমন ও আউশ)	৪৯৮২০	৪৭২৫১
গমবীজ	১৮২৭৮	১৯৮৩৪	২৫০০০	**	২৪০০০	১৮২৭৮
আলুবীজ	১২৪৫০	১০৬১৬	১৮০০০	"	১৮০০০	১২৪৫০
পাটবীজ	১০৫৬	১০৮৮	১২৫০	৭০৬	১২৫০	১১৪০
তৈলবীজ	৫২৬	৪৪২	৮২০	**	৭৫০	৫২৬
ডালবীজ	৫০৯	৩৪০	৮৭০	**	৬৯৯	৫০৯
ভূট্টাবীজ	১৫৫	২২৪	৩০০	**	২২৬	১৫৪
সব্জিবীজ	৭৯	৪৩	১৫৫	**	৭৯	৭৯
মোট	৮০,৪১১	৭১,৭০৫	১০২১৯০	১৭৩১৬	৯৪৮২৪	৮০৩৮৭

উৎসঃ বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি'০৮ পর্যন্ত। **ফসল মাঠ থেকে তোলা হয়নি।

বর্তমানে ১৩টি এগ্রো সার্ভিস সেন্টার (এএসসি) এবং ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত জাতের শাকসব্জি, ফলমূল, চারা কলম গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রের আওতাধীন এলাকার চাষীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শাকসব্জি, ফলমূল, চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদনে কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের অগ্রগতি এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.৪ -এ উল্লেখ করা হ'লঃ

সারণি ৭.৪ঃ এএসসি এবং উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

আইটেম	২০০৬-০৭ অর্থবছরের অগ্রগতি		২০০৭-০৮ অর্থবছরের উৎপাদন		২০০৭-০৮ অর্থবছরের বিতরণ	
	উৎপাদন	বিতরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*
সব্জি (টন)	২৬০২৫৬	২৬০২৫৬	২৪৮১৬০	৬১২৩৬	২৪৮১৬০	৬১২৩৬
সব্জিবীজ (কেজি)	১৪৮৯	১৪৮৯	৮০৬০০	১১১৭	৮০৬০০	১১১৭
নারিকেল চারা (হাজারে)	২৮৬	২৮৬	৪২৩	১০৫	৪২৩	১০৫
ফলের চারা কলম (হাজারে)	২৩০০	২৩০০	৫০৩০	২,২২৬	৫০৩০	২২২৬
ফল (টন)	৩৬৩৩৬	৩৬৩৩৬	৫০৯৪৮	২২৭৬১	৫০৯৪৮	২২৭৬১
ফুলের চারা/কলম গুটি(হাজারে)	৮৫০	৮৫০	২০৮০	৬১২	২০৮০	৬১২
সব্জি/ মসলা চারা (হাজারে)	৩৩৫০	৩৩৫০	১৮৪০০	৭১৫৬	১৮৪০০	৭১৫৬
ঔষধী গাছের চারা (হাজারে)	৭৭৮	৭৭৮	১৪৮৩	২৫০	১৪৮৩	২৫০
মোট ঃ	৩০৫৬৪৫	৩০৫৬৪৫	২৪৮১৬০	৬১২৩৬	২৪৮১৬০	৬১২৩৬

উৎসঃ বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি'০৮ পর্যন্ত।

সার

২০০৫-০৬ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৬.৮২ লাখ মেট্রিক টন, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫.৫১ লাখ মেট্রিক টনে। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ইউরিয়া সারের ব্যবহার হয় ২৪.৫১ লাখ মেট্রিক টন, ২০০৬-০৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.১৫ লাখ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। বছরভিত্তিক সারের ব্যবহার সারণি ৭.৫-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৫ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

সারের নাম	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
ইউরিয়া	২২৪৭.৪২	২২৩৯.০	২৩২৪.০৮	২৫২৩.৩৯	২৪৫১.৩৭	২৫১৫.০০
টিএসপি	৪২৫.৩১	৪০৫.০০	৩৬১.০	৪২০.০২	৪৩৬.৪৭	৩৪০.০০
ডিএপি	১২৭.০৩	১১২.০০	৯০.০	১৪০.৭২	১৪৫.০০	১১৫.০০
এমওপি	২২২.২৬	২৫০.০০	২৪০.০	২৬০.৩৮	২৯০.৬৭	১২২.০০
এসএসপি	১২৭.১৩	১৩০.০০	১৪৮.০	১৭০.৯৩	১৩০.৩৯	১২৫.০০
এনপিকেএস	১২.৮৭	৩০.০০	৪৫.০	৯০.০	১১০.০০	২৩০.০০
এএস	২০.১৯	১০.০০	৯.০	৫.৫৯	৬.৩২	৬.০০
জিংক	০.২৪	২.০০	৭.০	৮.০	৭.৫০	৭২.০০
জিপসাম	৯৬.০৫	১২০.০০	১৪০.০	১৩৫.৭	১০৪.৯৫	২৬.০০
মোট	৩২৭৮.৫০	৩২৯৮.০	৩৩৬৪.০৮	৩৭৫৪.০৩	৩৬৮২.৬৭	৩৫৫১.০০

উৎস ঃ এমএমআইএস, কৃষি মন্ত্রণালয়।

ইউরিয়া সারের প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ইউরিয়ার অপচয় হয়ে থাকে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে এর চাহিদা এক-তৃতীয়াংশে হ্রাস করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে তিনবারের পরিবর্তে একবার সার প্রয়োগই যথেষ্ট। ফলে এই সাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বনে ৩০-৩৫ শতাংশ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। বেসরকারি খাতে ১৯৯৫-৯৬ সাল হতে প্রবর্তিত গুটি / মেগা গুটি ইউরিয়া সার (সুপার/ মেগা গ্রেনুলস) তৈরি ও বাজারজাতকরণ করা হলেও এর ব্যবহার কাঙ্খিত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। সরকার ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বোরো মৌসুমে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি/প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ঐ কার্যক্রম গ্রহণের সুফল দৃশ্যমান। গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারের ফলে ২০০৭ সালে ২৫,০০০ হেক্টর থেকে ২০০৮ সালের বোরো মৌসুমে চাষ ৩.০০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। গুটি ইউরিয়া তৈরীর মেশিনের সংখ্যা ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০টি জেলায় জুন, ২০০৬ পর্যন্ত ১৯৫১টিতে (১৮৭১টি সুপার ও ৮০টি মেগা) পৌঁছেছে। বর্তমানে ধান ছাড়া অন্যান্য রবি শস্যেও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার শুরু হয়েছে। সার ব্যবহার সুষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মিশ্র সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বেসরকারি খাতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিশ্র এনপিকেএস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে।

অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ডিএপি, টিএসপি, এনপিকেএস ও পটাশ সারের আমদানি বৃদ্ধি ও এ সকল সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা চলছে। সরকার প্রথমবারের মত সার ব্যবহার সুষমকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর থেকে টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের আমদানি খরচের উপর ২৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদানের কর্মসূচি গ্রহন করেছে। বর্তমান এ কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে ৪.৭৫ লক্ষ মে.টন টিএসপি, ২.৫০ লক্ষ মে.টন ডিএপি এবং ৪.০০ লক্ষ মে.টন এমওপি সারে ভর্তুকি প্রদানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ভেজাল/ নকল/ নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করাসহ সারের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হচেছ। বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

সেচ

সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পসমূহ (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করার পর দ্রুত সেচের অধীন জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। অবশ্য সেচ যন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে সেচকৃত এলাকার পরিমাণ বাড়ছে না। বিভিন্ন ভাবে সেচের পানির অপচয় হচ্ছে, ফলে মাঠ পর্যায়ের কৃষি উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য এ মূল্যবান উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের পানি অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জ্বালানী খরচও হ্রাস করা সম্ভব। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফসলনীতির আওতায় সেচ ও খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপণাকে অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখিকরণ ও ফলণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ (১) ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ণে জরিপ ও পরিবীক্ষণ প্রকল্প, (২) সীতাকুন্ড উপজেলাধীন কুমিরা সোনাইছড়ি এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোদ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ণ এবং গুপ্তাখালি জলাধার নির্মান ও সেচ প্রকল্প, (৩) সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বরেন্দ্র এলাকা), (৪) বরেন্দ্র এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন ও (৫) আশুগঞ্জ পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প ইত্যাদি। সার্বিকভাবে এ প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য হ'ল-সেচ ব্যবস্থাপণা উন্নয়ন, ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার, সমন্বিত এলাকা উন্নয়ণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও খরা প্রবণ এলাকায় সেচ সুবিধাদি সম্প্রসারণ। উপরন্তু, ক্ষুদ্র সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিএডিসি'র ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমকে জোরদার করা হচ্ছে।

সেচের আওতাধীন এলাকার বিস্তৃতি অব্যাহত রয়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা ছিল ৪৫.০৬ লক্ষ হেক্টর, তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৫৫.০১ লক্ষ হেক্টরে উপনীত হয়েছে (সারণি-৭.৬)।

সারণি ৭.৬ ঃ সেচকৃত জমির পরিমাণ

(হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
ক) ভূ-উপরিস্থ	৪৬৯৫৭৫	৪৮৫০০০	৪৮৭০০	৬০৫৫৭০	৭৮৫২২০	৬১৮৫৪৯
মেজর ইরিগেশন এলএল পি	৭৬১৪৩৯	৭৬৪৩০০	৭৬৬১৫৩	৮৩৮৩৭৭	৮০৩১৭০	৮১০০২৭
দেশীয় পদ্ধতি	১৮২২৪০	১৭৬২৮০	১৭৫২০০	১০৭০০০	০	১৩৭০৬৪
(ক) উপ মোট ঃ	১৪১৩২৫৪	১৪২৫৫৮০	১৪২৮৩৫৩	১৫৫০৯৪৭	১৫৮৮৩৯০	১৫৬৫৬৪০
খ) ভূ-গর্ভস্থ ঃ						
গভীর নলকুপ	৫৮১৫৯৯	৫৮৩৬৯২	৫৮৩৬৯২	৬৫৪১৮৯	৭০০৬৬২	৭২৫২৫৮
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	২৭৪৭০৯৮	২৭৫৬৫৫৮	২৭৭৬৫৫৭	৩১৫৯৮৯৯	৩১২০৬০৭	৩১৯৬১২৭
অন্যান্য	৬২৫১৮	৫৮১২২	৪৪৩৯৭	০	০	১৪৪০৩
(খ) উপ মোট ঃ	৩৩৯১২১৫	৩৩৯৮৩৭২	৩৪০৪৬৪৬	৩৮১৪০৮৮	৩৮২১২৬৯	৩৯৩৫৭৮৮
মোট সেচ (ক+খ)	৪৮০৪৪৬৯	৪৮২৩৯৫২	৪৮৩২৯৯৯	৫৩৬৫০৩৫	৫৪০৯৬৫৯	৫৫০১৪২৮

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি ঋণ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত হচ্ছে বিধায় প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে থাকে। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাতের এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে সরকারের কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণের ঋণের সুদের হার ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনেও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চারটি সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিআরডিবি এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ৬৩৫১.৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫২৯২.৫১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল, যা ছিল উক্ত সময়ের লক্ষ্যমাত্রার শতকরা প্রায় ৮৩.৩৩ ভাগ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৩০৮.৫৫ কোটি টাকা যার বিপরীতে অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) ৬৩১৪.৭৮ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ৭.৭ -এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৭.৭ ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	আদায়	বকেয়া
২০০০-০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-০৮	৮৩০৮.৫৫	৬৩১৪.৭৮*	৪৪৪০.৩৮*	১৪৫২০.৬৩*

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত।

কৃষি খাতে বাজেট

দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র, জাতীয় কৃষিনীতি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪২৯৬.৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬৮টি প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন বাজেট ৭৯৬.৯৩ কোটি টাকা এবং অনুন্নয়ন বাজেট ৩৪৯৯.৬৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম (ভর্তুকি) ১৫০০.০০ কোটি টাকা, ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য কৃষকদের ভর্তুকি ৭৫০.০০ কোটি টাকা, কৃষি গবেষণার জন্য 'এন্ডোমেন্ড ফান্ড' ৩৫০ কোটি টাকা, রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত ২২টি কর্মসূচির জন্য ১৬৭.৮৮ কোটি টাকা, কৃষি পুনর্বাসন খাতে নিয়মিত বরাদ্দ ৫ কোটি টাকা, বেতন ভাতা ও অন্যান্য খাতে ৭৩১.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দ ছাড়াও ২০০৭ সালের দুই দফা বন্যা এবং নভেম্বর মাসে সিডরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তদের কৃষি পুনর্বাসনের জন্য অপ্রত্যাশিত খাত হতে মোট ১৬৫.৪৩ কোটি টাকা, অন্যান্য ০.৭৩ কোটি টাকা এবং রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত নতুন ৫টি কর্মসূচির অনুন্নয়ন বাজেটে ১৪.৩৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এতে করে অনুন্নয়ন বাজেটে এ পর্যন্ত মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬৮০.১৫ কোটি টাকা।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম খাতে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১৫২৯.৫১ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ইতোমধ্যে ভর্তুকি খাত হতে ২২৮০.৯৯ কোটি টাকা ছাড় করেছে। তন্মধ্যে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রম খাতে ২০৩০ কোটি টাকা এবং ডিজের চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য কৃষকদের ভর্তুকি খাতে ২৫০ কোটি টাকা। সরকার প্রতি কেজি ইউরিয়া সার ৩৪ টাকা করে কিনলেও তা কৃষকদের মধ্যে ৬ টাকা করে বিক্রি করছে। সরকার ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন সার আমদানি করেছে, যাতে কৃষকদের সার নিয়ে হয়রানির শিকার হতে না হয়।

কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকার স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ ক্যাশ ইনসেনটিভ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ বিল মওকুফের সুবিধা এবং ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের উপর সুদ মওকুফের ব্যবস্থা করেছে। ডাল, তৈলবীজ এবং মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশে নির্ধারণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

কৃষিখাতে উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৬৮টি প্রকল্পে মোট ৭৯৬.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে, ফেব্রুয়ারি'০৮ পর্যন্ত উক্ত ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৩৪.৮২ কোটি টাকা, যা মন্ত্রণালয়ের মোট বরাদ্দের ৪২ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট ৭৯টি প্রকল্প (বিনিয়োগ প্রকল্প ৬৯টি, কারিগরী প্রকল্প ৯টি এবং ১টি জেডিসিএফ প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৬৪.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে জিওবি খাতে ৬০৪.৬৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৭৯%) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৫৯.৪৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২১%)। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০০৭ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৮৮.২৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭৭ শতাংশ। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৫১৫.২৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৭২.৯৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৪৬%) ব্যয় হয়েছে।

(খ) রাজস্ব বাজেট

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় মোট ২৭টি কর্মসূচির জন্য মোট ১৮২.২৪ কোটি বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২৭টি কর্মসূচির অনুকূলে ফেব্রুয়ারি'০৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৯.০৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৯.৮৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট ২৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২৮টি কর্মসূচির জন্য ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে মোট ১৫৮.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মোট ১৪৮.২৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯৩ %)।

মৎস্য সম্পদ

২০০৬-০৭ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ২৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন। সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত মৎস্য অধিদপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমাজভিত্তিক জলাশয় ব্যবস্থাপনা, মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তি, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ, মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, মাছের আবাসস্থল পুণরুদ্ধার, প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ধরা হয়েছে ২৫.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৮- এ ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৮ঃ মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে উৎপাদিত মাছের পরিসংখ্যান

(লক্ষ মেট্রিক টনে)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (প্রক্ষেপিত)
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়								
নদী ও মোহনা	১০.৩২	১.৪৪	১.৩৮	১.৩৭	১.৪০	১.৩৮	১.৩৭	১.৫৯
সুন্দরবন	-	০.১২	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৮	০.১৮
বিল	১.১৪	০.৭৬	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৮	০.৭৫	১.০০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮
প্লাবন ভূমি	২৮.৩৩	৪.৫০	৪.৭৫	৪.৯৮	৬.২১	৭.১৮	৭.৬৮	৭.৯৮
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪০.৪৭	৬.৮৯	৭.০৯	৭.৩২	৮.৫৯	৯.৫৭	১০.০৬	১০.৮৩
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	২.৪২	৬.৮৫	৭.৫২	৭.৯৬	৭.৫৭	৭.৬০	৮.১২	৮.৬৫
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪
চিংড়ি খামার	১.৪১	১.০০	১.০১	১.১৫	১.২১	১.২৮	১.২৯	১.৪৮
উপ-মোট (চাষকৃত)	৩.৮৮	৭.৮৭	৮.৫৭	৯.১৫	৮.৮২	৮.৯২	৯.৪৬	১০.১৭
মোট (অভ্যন্তরীণ)	৪৪.৩৬	১৪.৭৫	১৫.৬৬	১৬.৪৭	১৭.৪১	১৮.৪৯	১৯.৫২	২১.০০
২. সামুদ্রিকঃ	০.৪৮ বর্গ							
(ক) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল	নটিক্যাল	০.৩০	০.২৮	০.৩২	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৭
(খ) আর্টিসেন্যাল	মাইল	৩.৯০	৪.০৪	৪.২৩	৪.৪১	৪.৪৬	৪.৫২	৪.৫৫
মোট (সামুদ্রিক)	-	৪.২০	৪.৩২	৪.৫৫	৪.৭৫	৪.৮০	৪.৮৭	৪.৯২
সর্বমোট	-	১৮.৯০	১৯.৯৮	২১.০২	২২.১৬	২৩.২৯	২৪.৪০	২৫.৯২

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগতমান সম্পন্ন পোনার সহজপ্রাপ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাকৃতিক উৎস হতে রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন এবং আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচেছ। অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মাণ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে অন্তঃপ্রজনন। এই সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ৩৩টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুনগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত করেছে। এই মান সম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে। সারণি ৭.৯-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৯ঃ সরকারি ও বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০১	১১২	৬৬৭	৩.৬৬	২১৪.৬৮	২১৮.৩৪	২.৭৫	৫০৫.৪৬	৫০৮.২১
২০০২	১১২	৬৭১	৩.২৩	২৭১.২৮	২৭৪.৫১	৩.০০	৫১৭.০০	৫২০.০০
২০০৩	১১২	৬৯৬	৩.৯০	২৯৭.৭৮	৩০১.৬৮	৩.৫০	৫১৭.০০	৫২০.৫০
২০০৪	১১২	৭৫৬	৪.৮০	৩৪৫.২৩	৩৫০.০৩	১.৮৪	৫২০.০০	৫২১.৮৪
২০০৫	১১২	৭৩১	৫.১৩	৩১৫.৮৯	৩২১.০২	২.০৮	৪৬১.০৬	৪৬৩.১১
২০০৬	১১২	৭৬৪	৪.৮২	৪০৭.৮৩	৪১২.৬৫	১.২৪	৪২৮.২৮	৪২৯.৫২

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের অবদান বিবেচনা করে জাটকা সংরক্ষণ নামে একটি নতুন অর্থনৈতিক কোড সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, এ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও নদী তীরবর্তী সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জাটকা রক্ষাকল্পে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে ২ কোটি টাকা, দরিদ্র জাটকা জেলেদের পুণর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ২ কোটি টাকা এবং ১৫৪৬.৯৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করার ফলে এ সময়ে ইলিশের উৎপাদন ২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় পোনা

দেশের মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ২০০২-০৩ অর্থবছর হতে রাজস্ব বাজেটের আওতায় নির্বাচিত জলমহাল ও বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত প্লাবনভূমিতে রুই জাতীয় মাছের পোনা মজুদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৯০.৮৫ লক্ষ পোনা অবমুক্ত করে ২০৩৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৬৮৪৬৮ মেট্রিক টন ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৭৩৭০৩.৭৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩০৩০ কোটি টাকা এবং ৩৩৫২.৮৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

মৎস্য খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫৬.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ফেব্রুয়ারি'০৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮.৭১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩৩ শতাংশ।

পশু সম্পদ

২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে পশু সম্পদ উপখাতের অবদান স্থির মূল্যে ২.৭৯ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ উপখাতের প্রবৃদ্ধি ৫.৪৯ শতাংশ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৪১ শতাংশ। জিডিপিতে পশু সম্পদ উপখাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, চাষাবাদ এবং চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ও ২৫ কোটি ২৩ লক্ষ। সারণি ৭.১০-এ দেশে পশুপাখির পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.১০ঃ পশুপাখির সংখ্যা

পশু/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (প্রাক্কলিত)
গরু	২২৪.৬	২২৫.৩	২২৬.০	২২৬.৭	২২৮.০	২২৮.৭	২২৯.০
মহিষ	০৯.৭	১০.১	১০.৬	১১.১	১১.৬	১২.১	১২.৬
ছাগল	১৬৯.৬	১৭৬.৯	১৮৪.১	১৯১.৬	১৯৯.৪	২০৭.৫	২১৫.৬
ভেড়া	২২.০	২২.৯	২৩.৮	২৪.৭	২৫.৭	২৬.৮	২৭.৮
মোট গবাদি পশু	**৪১৫.৯**	**৪২৫.২**	**৪৩৪.৫**	**৪৪৪.১**	**৪৬৪.৭**	**৪৭৫.১**	**৪৮৫.০**
মোরগ-মুরগি	**১৫২২.৪**	**১৬২৪.৪**	**১৭২৬.৩**	**১৮৩৪.৫**	**১৯৪৮.২**	**২০৬৮.৯**	**২১২৪.৭**
হাঁস	৩৪৬.৭	৩৫৫.৪	৩৬৪.০	৩৭২.৮	৩৮১.৭	৩৯০.৮	৩৯৮.৪
মোট হাঁস -মুরগী	**১৮৬৯.১**	**১৯৭৯.৮**	**২০৯০.৩**	**২২০৭.৩**	**২৩২৯.৯**	**২৪৫৯.৭**	**২৫২৩.১**

উৎসঃ পশুসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

দেশে প্রাণীজ খাদ্য যথা দুধ, মাংস (গরু, ছাগল এবং মুরগী) এবং ডিমের পরিমান নিয়মিতভাবে ধীর গতিতে হলেও বেড়ে চলেছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে পশুজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন সারণি ৭.১১-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.১১ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন						
		২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮*
দুধ	লক্ষ টন	১৭.৮	১৮.২	১৯.৯	২১.৪	২২.৭	২২.৮	১৮.৯
মাংস	লক্ষ টন	৭.৮	৮.৩	৯.১	১০.৬	১১.৩	১০.৪	৬.৮
ডিম	লক্ষ	৪৪২৪০	৪৭৭৭০	৪৭৮০০	৫৬২৩০	৫৪২২০	৫৩৬৯০	৪১৮৮০

উৎসঃ পশুসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি'০৮ পর্যন্ত।

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মসূচি। বর্তমানে সাভারস্থ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও ২২টি জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ২০৬৯টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল বীজ ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০.৮০ লক্ষ।

পশু পাখীর রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান

সরকার গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ ১২ প্রকারের টিকা উৎপাদন করে আসছে। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০০৫-০৬ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ১১২.৩৮ কোটি ডোজ টিকাবীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকাবীজ হতে ১৮.৩৫ কোটি ডোজ উৎপাদিত হয়েছে।

ডেইরি উন্নয়ন

দুগ্ধ খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ডেইরি খামারসমূহকে অনুদান দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন দুগ্ধ খামার স্থাপনে জনগণ/বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার নিমিত্তে খামার রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৫৩৬৪টি ডেইরি খামারে ৫ কোটি টাকা ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৩১১টি ডেইরি ফার্ম স্থাপন করা হয়েছে।

পশুসম্পদ আইন প্রণয়ন

জাতীয় পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৭ অনুমোদিত হয়েছে। দেশে পশুসম্পদের রোগ ব্যাধি দমন, বিদেশ থেকে রোগ ব্যধির আগমন, রোগ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পশুরোগ আইন-২০০৫ ও বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত সঙ্গ নিরোধ আইন-২০০৫ কার্যকর করা হয়েছে।

পশুসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

দেশে আধুনিক পশু চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা সদরে একটি করে জেলা পশু হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত হাসপাতালগুলিতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি খামারীদের পোল্ট্রি ও গবাদি খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও দেশের ৪৬৪টি উপজেলায় অবস্থিত থানা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারীকে উপজেলা পশুসম্পদ কেন্দ্র হিসাবে উন্নয়ন করা হচ্ছে। তারমধ্যে ৩৮৬টি

উপজেলা পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৭৮টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ সমস্ত পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদি পশু, হাস-মুরগী লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচেছ।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তারিখে বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকায় প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু সনাক্ত করা হয়। ৮ মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত পশুসম্পদ অধিদপ্তর এর কন্ট্রোল রুমের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী এ যাবৎ আক্রান্ত খামার ও পারিবারিক খামারের সংখ্যা ৪২৫টি। বর্তমানে আক্রান্ত জেলার সংখ্য ৪৭টি এবং উপজেলার সংখ্যা ১১০টি। সিটিআইএল, এফডিআইএল, বিএলআরআই এর গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়ে আক্রান্ত খামারসহ দেশের মোট ১২.৩৯ লক্ষ মোরগ-মুরগী, হাঁস ও কবুতর নিধণ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে এবং ১৫.৫৩ লক্ষ ডিম নষ্ট করা হয়েছে। সরকার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং তা চালু রয়েছে। রোগ সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধকল্পে ল্যাব ফ্যাসিলিটির প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি বিশেষ ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে পশুসম্পদ উপ-খাতে পশুসম্পদ অধিদপ্তর ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৯৫.৫৯ কোটি টাকা (৭৮.৮৬ কোটি টাকা জিওবি এবং ১৬.৭৩ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য) বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি'০৮ মোট ব্যয় হয়েছে ২৮.৫০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৩০ শতাংশ।